দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কবে খুলবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়?

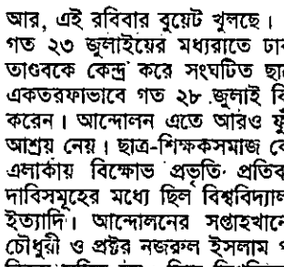

কবে খুলবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়? শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় ছাত্রছাত্রীরা সম্ভবত আরেক দফা সেসন-জটের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। ক্যাম্পাস-সূত্রের বরাত দিয়ে পত্রিকান্তরে বলা হয়েছে, আগামী ২০ আগস্টের আগে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আশা নেই বললেই চলে। তবে, লাইব্রেরী ও কিছু কিছু বিভাগের অফিস গত মঙ্গলবার খুলেছে। আর, এই রবিবার বুয়েট খুলছে।

গত ২৩ জুলাইয়ের মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে পুলিশী তাণ্ডবকে কেন্দ্র করে সংঘটিত ছাত্র-শক্ষক আন্দোলনের মুখে সাবেক উপাচার্য একতরফাভাবে গত ২৮ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। আন্দোলন এতে আরও ফুঁসে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দমননীতির আশ্রয় নেয়। ছাত্র-শিক্ষকসমাজ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গণঅনশন, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিক্ষোভ প্রভৃতি প্রতিবাদী কর্মসূচী চালিয়ে যায়। তাদের প্রধান দাবিসমূহের মধ্যে ছিল বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া, উপাচার্য ও প্রক্টরের পদত্যাগ ইত্যাদি। আন্দোলনের সপ্তাহখানেকের মধ্যেই উপাচার্য ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর নজরুল ইসলাম পদত্যাগ করেন। এতে ছাত্রসমাজের প্রাথমিক বিজয় সূচিত হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এরপরও নানা কথার আবরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবিটির প্রতি যেন কর্ণপাতই করে না। ইতোমধ্যে ছাত্র আন্দোলনের মুখে সে রাতের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে এবং স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, হলে ঐ রাতে গেট ভেঙ্গে পুরুষ পুলিশ ঢোকার ব্যাপারটি সত্যিই ঘটেছিল। কর্তৃপক্ষ সে-কলঙ্ক চাপা দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টাই করে চলেছে। তবে, তদন্ত কমিশনের চূড়ান্ত রায় প্রকাশিত না-হওয়া পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছেনা। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বাহ্যত শান্ত অবস্থাই বিরাজ করছে। অনেকে মনে করছেন, কৃত্রিমভাবে বিশ্ববিদ্যালয় এখন পর্যন্ত বন্ধ করে রেখে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার অপরিমেয় ক্ষতিই সাধন করা হচ্ছে।

ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর বলেছেন, পরিবেশের উন্নতি না-হওয়া পর্যন্ত ক্যাম্পাসে আরও কিছুদিন পুলিশ থাকবে। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য নাকি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবিতে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাই নাকচ করে দিয়েছেন এবং ছাত্রছাত্রীদের সাময়িক কষ্টের জন্য ও লেখাপড়ার বিঘ্ন ঘটায় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশও করেছেন। সেই সঙ্গে ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে বলে আশ্বাসও দিয়েছেন।

ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের এসব বক্তব্য ও আশ্বাসের কোন ভিত্তি অবশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেকের মতে, ক্যাম্পাসে অযৌক্তিকভাবে পুলিশ মোতায়েন রেখে এবং বিশ্ববিদ্যালয় অব্যাহতভাবে বন্ধ রেখে কর্তৃপক্ষ বরং নতুন করে অস্থিরতা ও উত্তেজনা সৃষ্টির সম্ভাবনাকেই জিইয়ে রাখছে মাত্র। গত বৃহস্পতিবারই ডিনস কমিটির সভায় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিসাপেক্ষে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কয়েক দিনের মধ্যে এ ব্যাপারে সিন্ডিকেট সভা ডাকা হবে। অন্যদিকে অবশ্য অপর একটি জাতীয় দৈনিকে গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবে খুলে দেয়া হবে, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত করে কেউ কিছু বলতে পারছে না। ক্যাম্পাস খোলা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চরম সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।

সব মিলিয়ে পরিস্থিতি কিন্তু বলতে গেলে অপরিবর্তিতই থেকে যাচ্ছে। কারণ তদন্ত যে গতিতে এগোচ্ছে এবং যেসব তথ্য তদন্তে উদ্‌ঘাটিত হয়ে চলেছে, তাতে তদন্ত কাজ ঠিক কোন্‌খানে গিয়ে শেষ হবে এবং তারপর ঠিক কোন সময়ে তার রায় পেশ করা হবে, এই সামগ্রিক বিষয়টিই জটিল ও অনিশ্চিতই থেকে যাচ্ছে।

সুতরাং তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার বিষয়টিকে যুক্ত করা আদৌ যৌক্তিক ও সমীচীন হবে কিনা, সে-প্রশ্নে পর্যবেক্ষক মহল প্রশ্ন রাখছে। তাঁদের মতে, কোনকিছুর শর্তসাপেক্ষ না-করে ছাত্রসমাজের বৃহত্তর স্বার্থের দিকটি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়াই হবে সবচাইতে দায়িত্বশীলতার পরিচায়ক এবং ছাত্রসমাজ ও দেশের জন্য সবচাইতে মঙ্গলজনক।